আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: বান্দরবান

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ:(২১ অক্টোবর,২০২০) বুলেটিন নং ১৯১	২১ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১৪ অক্টোবর হতে ১৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৭ অক্টোবর	১৮ অক্টোবর	১৯ অক্টোবর	২০ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	৪.০	১২.০	০.০	০.০-১২.০ (১৬.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৪.০	৩২.৬	৩৪.১	৩৩.৫	৩২.৬-৩৪.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৭	২৭.১	২৬.৭	২৫.৫	২৫.৫-২৭.১
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬২.০-৯৩.০	৬৯.০-৯৭.০	৫৬.০-৯৬.০	৫৮.০-৮৯.০	৫৬-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৫.৬	৩.৭	৭.৪	৭.৪	৩.৭-৭.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৬	৬	৩	৬	৩-৬
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(২১ অক্টোবর হতে ২৫ অক্টোবর, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৪.৪ (৬.৫)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৮-৩১.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২২.৩-২৪.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭১.০-৯৭.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	২.৪-৭.৬
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পূর্ব

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন। কৃষকরা গ্রুপ আকারে কাজ করা থেকে বিরত থাকুন, ভাইরাসের উপসর্গের দেখা দিলে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন। বাড়িতে থাকুন, খুব জরুরী না হলে মাঠ পরিদর্শনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
মধ্য-বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং বর্তমানে তা পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পূর্বমধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এটি আর ও ঘনীভুত হতে পারে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় আবহাওয়ার অবস্থা বৃষ্টি/ব্রজ সহ বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আমন ধান:

থোড় থেকে কর্তন পর্যায়ঃ

- সেচ দিন এবং জমির প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। বাদামী ঘাস ফড়িং এর আক্রমন দেখা দিলে পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস না থাকলে হেক্টর প্রতি ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোরোপিড প্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১.৪ কেজি কার্টাপ বা ৭৫ গ্রাম থায়োমেথোক্সাম + ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল প্রয়োগ করুন।
- গান্ধী পোকার আক্রমন দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি কার্বারিল বা ১.১২ আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমন দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি কার্বারিল বা ১.১২ আইসোপ্রোকার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ০৫ কেজি পটাশ সার ১৫ দিন অন্তর সমান দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করুন। এছাড়া নেটিভো/ ফলিকুর/ স্কোর অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ০৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। থোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘা প্রতি ০৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

সবজি:

- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমন দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দষ্টি সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক বা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক প্রয়োগ করুন।
- লাউ জাতীয় সবজিতে মাছি পোকার আক্রমন দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইফার মেথ্রিন গ্রুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল বা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
-

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করুন।
- কলা গাছের পাতায় সিগাটোগা রোগের আক্রমন দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর বা ০২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিষ্টিন বা ০.১ মিলি একোনাজল /ফলিকুর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমন হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। প্রতি লিটার পানিতে ০৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকার আক্রমন দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘরের চারপাশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।
- গবাদি পশুকে প্রখর রোদ থেকে রক্ষা করুন।
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- খড়ের দাম বেশি থাকলে পাতা বা দানাদার খাদ্য বাড়িয়ে দিন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগীর খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।

মৎস্য:

- পুকুরে পর্যাপ্ত পানি ব্যবস্থা রাখুন।
- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।